০৯-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- মায়ার বশ হয়ে ঈশ্বরীয় মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ কোরো না, কখনোই বাবার নিন্দা করিও না"

প্রশ্ন :- মায়াও বাবার সাহায্যকারী -- কিভাবে ?

উত্তর :- মায়া যখন দেখে, কেউ শ্রীমতের অবজ্ঞা করছে, বাবার কথা শুনছে না, শ্রীমত অনুযায়ী চলছে না, তখন তাকে কাঁচা খেয়ে নেয়, থাপ্পড়ও মেরে দেয় । সে-ই চালাক, যে বাবার স্মরণে থেকে, মায়াকে চিনে নিয়ে তার বশীভূত হয় না ।

গীত :- আমার আশ্রয় দাতা আমার হৃদয় তোমায় জানায় ধন্যবাদ .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এ কার মহিমা শুনছে ? পরমপিতা পরমাত্মার । বাচ্চারা জানে যে এমন বাবাকে স্মরণ করে এখন তাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । বাবার নির্দেশই হলো, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নিজেকে আত্মা রূপে বাচ্চা মনে করো । এ হলো এক লক্ষ্য । বাবার নিবাস স্থান তো এখন মধুবনেই । এখন কিভাবে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাবে ? যে যতটা বাবাকে স্মরণ করবে, তার পাপ ততই কমতে থাকবে , আর যে বাবার আশীর্বাদী বর্সার কথা স্মরণ করে তার ততই সম্পত্তি জমা হতে থাকে । এ এক ধরনের ব্যবসা যা বাবা আমাদের শেখান । এমন বাবাকে তো নিরন্তর স্মরণ করা উচিত । যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া পাথর ছুঁড়ে মারবে । যতই কেউ বলুক যে আমি বাচ্চা, মায়া কোনো কম কিছু নয় । যদিও স্থূল বা সূক্ষ্ম সেবা করে কিন্তু বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে যদি না জানে তাহলে তাকে সুপুত্র সন্তান কখনোই বলা যাবে না । বাবা তো কখনোই কারোর উপর রাগ করেন না, কখনোই অন্য দৃষ্টিতে দেখেন না, কিন্তু এমন চলন দেখলে বুঝতে পারেন যে, এ হলো আসুরী মতের । মায়া এক ঘুষিতেই একেবারে শেষ করে দেয় । তখন কতো বিঘ্ন সৃষ্টি করে । তাদের যত পাপ হয়ে যায়, অজ্ঞানী মানুষের তেমন হয় না । কেউ কাছে থেকেও সামান্যতম বাবাকে চেনে না । বাবা বলেন, এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে, যারা শুনেও শুনবে না । তাহলে বাবা কি করবে ? আজকাল মানুষকে যতই আশীর্বাদ করো বা ভালোবাসো কিন্তু তারা বসে বসে নিজেদেরই ভস্মাসুর বানিয়ে ফেলে । বাস্তবে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় আর আসুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাত দিনের তফাত । এই দুনিয়াতে কারোরই বাবার সাথে কোনো যোগ নেই । এমন মানুষদের বাবা এসেই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের করেন । তোমাদের মধ্যেও তো কেউ কেউ ঈশ্বরের হয়ে তাঁর শ্রীমতে চলে আর যারা চলে না তারা ভস্মাসুর হয়ে জ্বলে মরে । তোমরা ঈশ্বরীয় মতে চলে স্বর্গের মালিক দেবতা হও আর বাকিরা স্বর্গে যাওয়ার পরিবর্তে কাম চিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে যায় ।

বাবা বাচ্চাদের কতো যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেন কিন্তু মায়া এমনই যে আঘাত করে যে নিন্দা করানোর নিমিত্ত হয়ে যায়, আর যারা চালাক বাচ্চা, তারা প্রতি পদে পদে বাবার শ্রীমতে চলে । বাবার প্রথম আজ্ঞাই হলো - আমি, পারোলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের পরিবর্তন হবে । যারা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয় না, শ্রীমত অনুযায়ী চলে না, তাহলে মায়া কন্যা তাদের খেয়ে ফেলে । মায়াকে মেয়ে বলা হয় কেননা মায়া সাহায্য করে । বাবা তো পরমধাম থেকে এসেছেন, বাচ্চাদের পড়িয়ে নর থেকে নারায়ণ বানাতে তবুও তোমরা এমন বাবার অবাধ্য হয়ে যাও । বাইরে

বেরোলেই তোমরা মায়ার থাপ্পড় খাও তারপর আবার ক্ষমা চাও । বেচারা গরীব কন্যা বা মাতাদের উপর কোথায় না কোথায় বন্ধন এসে যায় । কামের হালকা নেশা থাকলেও নেমে যায়, আবার মেয়েদের উপর কতো অত্যাচার হয় । কতো বাধা এসে যায় । এতো সব পাপ তাদের উপর তখন আসে । অনেক কঠিন সাজা খেতে হয়, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । মায়া জানে যে, আগের কল্পের কারা ছিলো যারা মায়াকে জয় করে বাবার দিকে চলে গিয়েছিলো । সেও সেয়ানা । সে দেখে যে, এ বাবার অবজ্ঞা করছে তখন তালা বন্ধ করে দেয় । বাবা জানেন যে, এই আবলা কন্যারাই ভারতের কল্যাণ করে । বাবা এই মায়েদের সম্বন্ধে খুবই সতর্ক । বাচ্চারা, তোমাদেরও এই মায়েদের খেয়াল রাখা উচিত । নিজের অহংকার থাকা উচিত নয় । বাবা নিজেই বলেন, বন্দে মাতরম্ । খুব সাবধানে থাকতে হবে । কোনো নোংরা চলন রাখবে না । নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমি কোনো উল্টো কাজ করছি না তো ? বাবা বলেন যে, তোমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও । তোমরা এখানে দেবতা হতে এসেছো । ধর্ম স্থাপনাতে তো অনেক বিঘ্নই আসে । ক্রাইস্টের সময়ও এমন অনেকেই ছিলো যারা নিন্দা আদি করতো । আসুরী সম্প্রদায় তাঁকে মেরে ফেলেছিলো, চিনতেই পারে নি । এখন তাঁর কতো চার্চ বানানো হয়েছে কিন্তু তাতে কিছুই লাভ নেই । মায়ার হয়ে মানুষ তমোপ্রধান হয়ে যায় । যেখানেই যায়, সেখান থেকে কিছুই পায় না । দিনে দিনে আরো দুঃখী, তমোপ্রধান হতে থাকে । মনে করো, গুরু নানকের কাছে গেলে , সেখান থেকে কি পাবে ? তিনি কেবল বলবেন, তোমাদের পবিত্র হয়ে থাকতে হবে । কিন্তু অপবিত্রই থাকে । কেবল তাঁর ভজন গাইতে থাকে কিন্তু কিছুই পায় না । এখন দেখো, সবাই কবরে শায়িত হয়ে গেছে । জ্ঞানের কথা কেউ কিছুই জানে না । ক্রোধও খুব কড়া, যাতে ভস্মাসুর করে দেয় । তখন জমা হওয়ার পরিবর্তে ঘাটতি হয়ে যায় । আসে নিজের ভাগ্য বানাতে । বলে, বাবার থেকে স্বর্গের বর্সা নিতে এসেছি । আচ্ছা, তাহলে বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে হবে । তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে । যদি না চলো, তাহলে যেমন ছিলে ঠিক তেমনই থেকে যাবে । তখন প্রতি কল্পে এমনই নেমে যাবে । তখন কখনোই আর উঠতে পারবে না । এখন যদি পুরুষার্থ করো, তাহলে উঁচুর থেকেও উঁচু হতে পারবে ।

বাবা কতো করে বোঝান, বোর্ডেও লেখা থাকে – ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপন করেছেন । তাঁর থেকে স্বর্গের রাজত্বের আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । যদি এখানে এসে আবার চলে যাও তাহলে সবাই বলবে, তাহলে হয়তো ঈশ্বর এখানে নেই, এমনভাবে ছেড়ে বেরিয়ে এলো । তখন কতো সংশয় বুদ্ধির হয়ে যাবে । তার উপর সবার পাপের দায়ভার এসে যায় । শ্রীমত অনুযায়ী না চললে কেমন করে শ্রেষ্ঠ হবে ? আর শ্রীমত অনুযায়ী চললে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না । তিনি বাবাও আবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজও । ধর্মরাজ দেখেন যে, মানুষ কি কি পাপ করে ? আমার গ্লানি করে । এখনকার নিয়ম খুব শক্ত কিন্তু কিছু বাচ্চারা তা বুঝতে পারে না । তোমরা হাত তোলো যে – আমরা লক্ষ্মী – নারায়ণকে বিয়ের উপযুক্ত কিন্তু এমন কাজ করো যে আর বলার নয় । এর পরে এই কেল্লা এমন হয়ে যাবে যে কোনো পতিতই আর ভিতরে আসতে পারবে না । এখন তো মায়া অনেকেরই নাক ধরে নেয় । সেই নিরাকার বাবা এনার চোখকে ধার নিয়ে দেখছেন যে, এই বাচ্চা ফার্স্টক্লাস আর এ হলো কাঁটার তুল্য । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমাদের তো স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত । তোমরা এমন পুরুষার্থ কেন করো না । বাবা হলেন সর্বশক্তিমান । তিনি আমাদের মায়াকে জয় করাতে এসেছেন । তিনি বলেন – মিষ্টি বাচ্চারা, সাজাকে তো ভয় পাও । বাবার শ্রীমতে চলে আজ্ঞাকারী হও । নিজেকে দয়া করো । মায়ার বশে এসে কিছু করলে ভূত হয়ে যাবে । ভবানী মাতা বলা হয়, কেউ তো ভবানী মায়ের উত্তরাধিকারী হয়ে যায় আবার কেউ ভূত হয়ে যায় । তোমরা

সকলেই ভবানী মাতা, তোমরাই জ্ঞান অমৃত পান করাও । বিশ্বাসী বাচ্চাদের উপর মাতা – পিতার আশীর্বাদ থাকে । যদি বিশ্বাসী না হয় তাহলে শান্তিতে কোথাও দূরে গিয়ে থাকে, সেও ভালো । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস -- ১৭ – ০৬ – ৬৮

মিষ্টি – মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে আসে, তখন তারা মনে করে যে,আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । বাবার থেকেই তারা শোনে । যখন নিজের – নিজের সেন্টারে যায়, তখন সামনে বাপদাদা থাকে না । কোথাও কোথাও আবার গোপেরা চালায় । মুরলী তো সহজ । যে কেউ ধারণ করে ক্লাস করাতে পারে । ব্রাহ্মণীরা তো বসেই আছে । বাবা জিজ্ঞেস করেন, কেউ মুরলী পড়ে মুরলীর সার শোনাও কি ? কেউ মুরলী পড়ে শোনায় L যারা মুরলী হাতে নিয়ে শোনায়, তারা হাত তোলো । যারা মুরলী হাতে না নিয়ে অর্থাৎ মুরলী ছাড়াই শোনায়, তারা হাত তোলো । মুরলী তো হাতে থাকা উচিত, তাই না । তারা পড়েছে তারপর বসে সার শোনায় । কেউ আবার মুরলী পড়ে শোনায়, এমন নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই । যেমন মহারথী, ঘোরসওয়ার এবং পেয়াদা । সবাই তো আর একরকম পড়ে না । কেউ আবার পড়ে, অ্যাডিশন করে নানা রহস্যও শোনায়, রসাত্মক নমুনা । সকলেই এমনভাবে বোঝাতে পারে না । এখানে তো বাবা বসে আছেন । বাবা বাচ্চাদের বলেন, কোনো বিষয়েই সংশয় হওয়া উচিত নয় । এক বাবাই সবকিছু শোনান । দুনিয়ার ওই স্কুলে তো অনেকেই পড়ায় । আলাদা – আলাদা পড়ান । এখানে তো একজনই পড়ান । এখানে একটাই এইম অবজেক্ট । এতে কোনো প্রশ্ন থাকে না । ভোরবেলা এখানে বসে আমি বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রায় সাহায্য করি । এমন নয় যে কেবল তোমাদেরই স্মরণ করি, সমস্ত বেহদের বাচ্চারা স্মরণে থাকে । তোমাদের এই স্মরণের দ্বারাই সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যে আঙ্গুল তোলো ? সম্পূর্ণ দুনিয়াকেই তো পবিত্র করতে হবে । তাই বাবা সমস্ত বাচ্চাদের উপরই নজর রাখেন । সকলেই শান্তিতে চলে যাবে । সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করো, যার যোগ ভালো, সেই ধারণ করতে পারে । বাবা তো বেহদেই এসে বসবেন । আমি এসেছি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে আমি কারেন্ট দিচ্ছি যাতে পবিত্র হয়ে যায় । যাদের যোগ হবে তারা বুঝতে পারবে, বাবা এখন বসে এই স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, যাতে এই বিশ্বে শান্তি হয় । বাচ্চাদেরও স্মরণ করা হয় । তারাও যদি স্মরণে থাকে তাহলে বাবার সাহায্য পায় । খুব সামান্যই আছে যারা খুব ভালোভাবে স্মরণ করে । সাহায্যকারী বাচ্চাদেরও তো চাই, তাই না । ঈশ্বরের সাহায্যকারী । তারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে স্মরণ করবে, তাই না । তোমাদের প্রথম বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া । তোমরা বাবার সাথে নিমিত্ত হও । মানুষ বাবাকে স্মরণ করে – হে পতিত – পাবন, এসো । এখন তিনি একা কি করবেন ? সাহায্যকারী তো চাই, তাই না । তোমরা জানো যে, এই বিশ্বকে শান্ত করে তোমরাই তাতে রাজত্ব করবে । এমন বুদ্ধি থাকলে তবেই নেশা চড়ে থাকবে । বাচ্চারা, তোমাদেরই এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে চলে আমাদের নিজেদের যোগবলের দ্বারা রাজধানী স্থাপন করছি । এই নেশা তো থাকা উচিত, এতে কোনো স্থূল কথা নেই । এ হলো রুহানী । বাচ্চারা বুঝতে পারে, প্রতি কল্পে বাবা এই রুহানী শক্তিতেই আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । এও তারা বুঝতে পারে, শিববাবা এসেই এই স্বর্গের স্থাপনা করেন । দুনিয়া এও জানে না যে, পরমপিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন

কিন্তু কবে বা কিভাবে তা কেউই জানে না । গীতায়ও আটায় নুনতুল্য সঠিক । বাকি সবই তো মিথ্যাই মিথ্যা । বাবা এসেই সত্য কথা বলেন । এই ভারতের যোগবল তো খুবই প্রসিদ্ধ । বাবা বলেন যে হঠযোগী রাজযোগ শেখাতে পারেন না কিন্তু আজকাল তো মিথ্যা অনেক বেড়ে গেছে । সত্যের সামনে নকল অনেককিছুই হয়ে গেছে তাই খুব মুশকিলেই কেউ সত্যকে জানতে পারে । এ তো বাবা এসেই এই রাজযোগ শেখান । বাবা বলেন যে, কল্পে কল্পে এমনই হয় । এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেছো । প্রাচীন ঋষি - মুনিরাই জানে না তাহলে অন্যদের কাছে কি করে আসবে ? গীতার জ্ঞানকেও জানে না । এই দাদাও অনেক পড়তেন । এখন তিনি জ্ঞান পেয়েছেন । তোমরা জানো যে এই দুনিয়া তমোপ্রধান । মানুষ কিছুই বোঝে না । ভারত একসময় সমঝদার ছিলো । এ হলো ভারতেরই খেলা । অন্য ধর্ম কখন আসে এও বাচ্চারাই বোঝে । তোমরা মূল বতন এবং সূক্ষ্ম বতনকেও বুঝতে পেরেছো । কেবলমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান পাও । দেবতাদের তো এই জ্ঞানের দরকার হয় না । এখন তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের জ্ঞান আছে । তোমরা আগে শূদ্র বর্ণের ছিলে । তারপর ব্রহ্মাকুমার হলে এই জ্ঞান দেওয়া হয় যাতে তোমাদের দৈবী সাম্রাজ্য স্থাপন হচ্ছে । বাবা এসেই ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন । সেও এই সঙ্গম যুগেই স্থাপন করেন । অন্য ধর্মের লোকেরা চট্ করে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারে না । তাদের গুরু বলা যায় না । বাবা এসেই ধর্মের স্থাপনা করেন । বাবা বলেন, এখন তোমাদের মাথায় বাবাকে স্মরণের দায়িত্ব আছে । যা তোমরা মুহূর্তে মুহূর্তেই ভুলে যাও । পুরুষার্থ করে যেমন কাজ কারবারও করতে হবে তেমনই স্মরণও করতে হবে হেলদি থাকার জন্য । বাবা অনেক তীব্র গতিতে কামাই করান । এতে সবকিছুই ভুলে যেতে হয় । আমি আত্মা চলে যাচ্ছি -- এই অভ্যাস করানো হয় । যখন তোমরা অন্ন গ্রহণ করো, তখন কি বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ? কাপড় সেলাই করার সময়ও যেন স্মরণ বাবারই থাকে । আবর্জনা তো দূর করতে হবে । বাবা বলেন, শরীর নির্বাহের জন্য যদিও বা কাজ করো, এ হলো খুবই সহজ । তোমরা বুঝে গেছো যে -- ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন বাবা রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী রিপিট হয় । আগের কল্পের মতোই তা রিপিট হচ্ছে । এই রিপিটেশনের রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেন । মানুষ বলেও থাকে ----- ওয়ার্ল্ড রিপিট । ওয়ান গড, ওয়ান রিলিজিয়ন , এমন বলে থাকে । সেখানেই শান্তি হবে । সে হলো অদ্বৈত রাজ্য । দ্বৈত মানে আসুরী রাবণ রাজ্য । ওরা হলো দেবতা আর এরা দ্বৈত । এই আসুরী রাজ্য আর দৈবী রাজ্যের খেলা ভারতের জন্যই বানানো আছে । ভারতেই আদি সনাতন ধর্ম ছিলো । ভারতেই ছিলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । আবার বাবা এসেই সেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ তৈরী করেন । আমরাই সেই দেবতা ছিলাম । তারপর আমাদের কলা কম হয়ে গিয়েছে । আমরাই শূদ্র সাম্রাজ্যে চলে এসেছিলাম । বাবা আমাদের এমনভাবে পড়ান যেমনভাবে টিচাররা পড়ায় আর স্টুডেন্টরা শোনে । ভালো স্টুডেন্টরা সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়, কখনোই মিস্ করে না । এই পড়া প্রত্যহ অভ্যাস করা উচিত । এমন গডলী ইউনিভার্সিটিতে অনুপস্থিত হওয়া উচিত নয় । বাবা এইসব গুহ্য কথা শোনান । আচ্ছা - গুড নাইট । রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার আজ্ঞাকারী, বিশ্বাসী হয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার পাত্র হতে হবে । কোনো অবজ্ঞা করো না ।

২) কখনোই কোনো উল্টো চলন করে নিজের ভাগ্যের গন্ডী টেনে দিও না । ভস্মাসুর হয়ো না । ধর্মরাজের সাজার ভয় পেতে হবে ।

বরদান :-- স্বচিন্তন এবং স্বদর্শন দ্বারা হীরে সমান অমূল্য জীবনের অনুভব করে বেদাগ হও

হীরে সমান অমূল্য জীবনের অনুভব করার জন্য সদা স্বচিন্তন করো আর স্বদর্শন চক্রধারী হও কেননা হীরেকে দাগী করে কেবল দুটি বিষয়, -- এক পরদর্শন আর দ্বিতীয় পরচিন্তন ।। এই দুটি বিষয় সঙ্গের রংয়ে স্বচ্ছ হীরেতে দাগ লাগিয়ে দেয় তাই এই মূল বীজকে সমাপ্ত করে স্বচিন্তন করো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তাহলেই ধুলো আর দাগ লাগতে পারবে না । সদা দাগহীন প্রকৃত হীরা, ঝলমলে অমূল্য হীরা হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- বিচিত্র বাবার চিত্র আর চরিত্রকে যে স্মরণ করে সেই চরিত্রবান ।